সমাজের অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র উপায় একটি শক্তিশালী এবং মুক্ত প্রেসের মাধ্যমে

RNI-TC -WB-2023/018506

ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল

বাংলা সংবাদ পত্র

Crimepressbengal@gmail.com ৭ আগস্ট ২০২৫ বর্ষ ৩ ॥ সংখ্যা ২৭ মূল্য : পাঁচ টাকা

প্রয়াত ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন। শোকের ছায়া রাজনৈতিক মহলে

উত্তর কাশীতে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে নিঁখোজ বহু, প্রাণহানি

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কী সুবিধা, কোন কোন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ...

ইংল্যান্ডের মাটিতে ওভালে ঐতিহাসিক টেস্ট জয় ভারতের, সিরিজ ২-২

উত্তর কাশীতে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়, মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে নিঁখোজ বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত কয়েক বছরে দেখা যায় যে, হরপ্পা বান উত্তরাখণ্ডে খুবই পরিচিত একটি ছবি হয়ে উঠেছে।বছরের পর বছর ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটছে। এবারও একই ছবি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, "বৃষ্টির কারণে পাহাড়ের কোনও অংশে বড় ধরণের ভূমিধসের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।সাধারণত, জলের তীব্র স্রোত থাকে, কিন্তু এবার জলের সাথে সাথে পাহাড়ি নদীতে কাদা এবং পাথরের স্রোত নেমে এসেছে। যা জনবসতির উপর দিয়ে এগিয়ে এসেছে। বহু মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যেই ৬০ জন নিখোঁজ। ইতিমধ্যে, ভেসে গিয়েছে ধরালি গ্রামের বহু বাড়ি, হোটেল। সাধারণত জলের প্রচন্ড স্রোত দেখা গেলেও জলের সঙ্গে কাদা-পাথরের স্রোত নেমেছে পাহাড়ি নদীতে। জনবসতির উপর দিয়ে তীব্র

গতিতে এগিয়ে এসেছে সেই স্রোত। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। বৃষ্টির ফলে পাহাড়ে কোনও অংশে বড় ধস নেমে থাকতে পারে

➢ এরপর ২ পাতায়

ঘাটাল, হুগলির আরামবাগে বন্যা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গেলেন ত্রাণশিবিরেও

সঞ্জয় কুমার দোলুই : বন্যা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘাটাল, আরামবাগ, খানাকুল, কামারপুকুর একাংশ অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং ডিভিসির ছাড়া জলে প্লাবিত হয়ে পড়ে। হাজার হাজার বিঘা জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরামবাগ-চাপাডাঙ্গা রাজ্য সড়ক ডুবে যায় মায়াপুরেতে। ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি উদ্বেগ জনক। বর্ষা আসতে দুবার বন্যা দেখা দিয়েছে ঘাটালে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্যা পরিদর্শনে ৫ ই আগস্ট হুগলির আরামবাগ এবং কামারপুকুরে বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ শিবিরে এতে দেখা করলেন এবং ত্রাণ তুলে দিলেন। এরই পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে নেমে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘাটালে বন্যা পরিদর্শন এ গিয়ে ডিভিসির বিরুদ্ধে

ক্ষোভে প্রকাশ করলেন। বললেন, "কেন তারা ব্রিজিং করে না"? মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "বাংলা নদীমাতৃক দেশ, নেপালে বৃষ্টি হলে উত্তরবঙ্গ ভেসে যায়। আর ডিভিসি পাঞ্চেত মাইথন থেকে জল ছাড়া হলে প্লাবিত হয় দক্ষিণবঙ্গ"। বন্যায় মানুষের যেমন ক্ষতি হচ্ছে অপর দিকে রাজ্যের কোষাগার ও ক্ষতি হচ্ছে। এদিন ঘাটালে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বন্যা পরিদর্শনে ছিলেন ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী (অভিনেতা দেব) এবং মন্ত্রী মানস রঞ্জন

➢ এরপর ২ পাতায়

'দিদি জানেন সংসদ চালাতে?'

ইস্তফা দিতেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌরভ চক্রবর্ত্তী, কলকাতা, ৪ আগস্ট: তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরমহলের চাপা দ্বন্দ্ব এবার প্রকাশ্যে। লোকসভার মুখ্যসচেতকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েই দল ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগের তীর সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেই।

"সব দোষ আমার? দিদি কি সংসদ চালানো জানেন?"

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মমতাদি অভিযোগ করেছেন, লোকসভায় সমন্বয় ঠিক মতো হচ্ছে না। ফলে আঙুল তো আমার দিকেই তোলা হচ্ছে। তাই আমি নিজেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সব দোষ কি আমার?"

"লোকসভায় ক'জন সাংসদ থাকেন বলুন তো? বেশিরভাগ তো বাড়িতে বসে থাকেন! দক্ষিণ কলকাতার এমপি আসেন না, বাঁকুড়ার এমপি আসেন না। অরূপ চক্রবর্তী আসেন না, পার্থ ভৌমিক আসেন না। কেউ নাটক-থিয়েটার করছেন, কেউ কর্পোরেশন সামলাচ্ছেন। সব দোষ কি আমার একার?"

তিনি আরও বলেন, "দিদি বলছেন আমি ঝগড়া করছি। কিন্তু যাঁরা আমাকে গালাগাল দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কিছুই বলছেন না। বরং দল উল্টে আমাকেই দোষারোপ করছে। এটা কি ঠিক?"

➢ এরপর ৪ পাতায়

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলা

সঞ্জয় কুমার দোলুই : ৫ ই আগস্ট রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের উপর হামলায় রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত। কোচবিহার যাওয়ার পথে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী উপর হামলার প্রতিবাদে মানিকতলায় বিজেপি উত্তর কলকাতা জেলা যুব মোর্চার বিক্ষোভ দেখায়। এছাড়াও জেলায় জেলায় বিজেপির নেতা ও কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করে। আরামবাগে বিজেপি জেলা সাংগঠনিক সভাপতি সুশান্ত বেরার নেতৃত্বে এদিন প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল দেখা যায়। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সৈয়দ আলি আফজল চাঁদ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী উপর হামলার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বিরোধী দলনেতার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের পুলিশের। তিনি আরও বলেন উদয়ন গুহের নেতৃত্বে হামলা হয়েছে।"

৫ই আগস্ট মঙ্গলবার কোচবিহারে পুলিশ সুপার অফিসের ঘেরাও অভিযান ছিল বিজেপির। বিজেপি বিধায়কদের উপর হামলা হচ্ছে তার জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কোচবিহারে পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করার জন্য কোচবিহারের পথে রওনা দিয়েছিলেন। বেলা ১২ঃ৩৫ মিনিটে কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি চৌপতি এলাকায় শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে উপর হামলা চালায় দুষ্কৃতিকারীরা। অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে, তৃণমূলের পতাকা হাতে এবং কালো পতাকার নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ির লক্ষ্য করে গো ব্যাক শ্লোগান দিতে থাকে। ঠিক ওই সময়ই জমায়েত থেকে শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ির উপর লাঠি দিয়ে হামলা চালানো হয়। গাড়ির কাঁচ ভাঙ্গা হয় এমনকি নিরাপত্তা রক্ষীর গাড়ির কাঁচও ভেঙে দেওয়া হয়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর উপর হামলার ঘটনা সম্পর্কে বলেন, "আমি

যে গাড়িতে ছিলাম সেই গাড়িতে ভাঙচুর করা হয় আমাকে প্রাণে মারার জন্য এই হামলা হয়েছে"।

এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত একজন কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুভেন্দু অধিকারী কে ফোন করে খোঁজ খবর নেন। স্থানীয় তৃনমূল নেতৃত্ব শুভেন্দু অধিকারী উপর হামলার ঘটনা কথা অস্বীকার করেছে। প্রাক্তন

➢ এরপর ২ পাতায়

ট্রেন বৃদ্ধির দাবিতে ফের কীর্ণাহার রেলস্টেশনে গণডেপুটেশন

শুভদীপ গুঁই; কীর্ণাহার : কাটোয়া আহমদপুর রেল রুটে ন্যারো গেজ থেকে ব্রড গেজে রূপান্তরিত হলেও এখনো পর্যন্ত চলে শুধুমাত্র তিনটি ট্রেন। তার মধ্যে দুটি ট্রেন সাধারণ মানুষের সেরকম কোনো কাজেই লাগে না।

তাই হাওড়া থেকে শিয়ালদা ভায়া আহমদপুর কাটোয়া হয়ে ট্রেন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে রবিবার সকালে কীর্ণাহার রেল স্টেশনে আহমদ পুর কাটোয়া রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট স্টেশন চত্বরে একটি বিক্ষোভ করার পর গণ ডেপুটেশনের মাধ্যমে স্টেশন মাস্টারকে একাধিক দাবি নিয়ে স্মারকলিপি জমা দিলেন আন্দোলনকারীরা।

আন্দোলনকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, লাভপুরে সুবীর সেন, কীর্ণাহারের রাহুল ঘোষ, সালারের কে.এম.ডি. ইচ নিজাজক, সহ অন্যান্যরা। আন্দোলনকারীরা জানান, আগামী দিনে সংশ্লিষ্ট রুটে ট্রেন বৃদ্ধি করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

থানারপাড়া থানার বড় সাফল্য পুলিশের ফাঁদে পাঁচজন ডাকাত

অর্ধেন্দু মালাকার, নদীয়া : রবিবার রাতে ডাকাতির উদ্দেশ্যে একটি ডাকাত দল একটি গাড়িতে করে তারা খানারপাড়া এলাকার ধোড়াদহ এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে একটি বাগানে জড়ো হয়েছিল। পুলিশের গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই এলাকায় কৃষ্ণনগর পুলিশ ডিস্টিক ও থানারপাড়া থানার পুলিশ পুরো বাগানটিকে ঘিরে ফেলে, ডাকাত দলটি বুঝতে পারে যে পুলিশ তাদের ঘিরে ফেলেছে, সেখান থেকে কিছু ডাকাত দল পালিয়ে যায় রাতের অন্ধকারে তাদের পুলিশ ধরতে পারেনি। বাকি পাঁচজনকে পুলিশ ধরে ফেলে। পুলিশ তাদের কাছ থেকে ডাকাতি করার সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে। ধারালো বড় দা ও ছোট মাপের দা সাবল।

অভিযুক্তরা হলেন দিনু দাস, অখিল দাস, জয় ইসলাম মন্ডল, মোতলের সেই, বুদু দাস। অভিযুক্তদের আজ তেহট্ট আদালতে পিসি চেয়ে পাঠায় পুলিশ।

উত্তর কাশীতে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়

➢ ১ম পাতার পর

বলেই মনে করা হচ্ছে। ধসের জেরে কাদা-পাথর নদীতে নেমে এসেছে। ধস নামা অঞ্চলটি উত্তর কাশী থেকে গঙ্গোত্রীর দিকে যাচ্ছে।

এনডিআরএফ এবং ইন্দো তিব্বত সীমান্ত পেট্রোল (আইটিবিপি) এর একটি দল উদ্ধার অভিযানের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। রাজ্য দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী (এসডিআরএফ) এর একটি দলও ঘটনাস্থলে রয়েছে।হর্ষিল আর্মি ক্যাম্পের কাছেই এই বিপর্যয় ঘটে, যখন আকস্মিক মেঘভাঙা থেকে সৃষ্ট ভয়ঙ্কর পাহাড়ি বন্যা ও কাদাধস গ্রাম এবং আশপাশের এলাকা তছনছ করে দেয়। কীর গঙ্গা নদীর জলাধার এলাকায়, যা হর্ষিল সেনা ঘাঁটি থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে, এই মেঘভাঙার ঘটনা ঘটে। এরই মধ্যে, অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই শুরু হয়েছে বিশাল উদ্ধার অভিযান। ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৪ রাজরিফ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে ১৫০ সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। তারা সরাসরি ঘটনাস্থলে থেকে তল্লাশি ও উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন। প্রবল স্রোত, পাথর ও কাদার মধ্যে নিখোঁজ সেনাদের সন্ধান পেতে মরিয়া প্রচেষ্টা চলছে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলা

➢ ১ম পাতার পর

রাজ্য-বিজেপির সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "বিরোধী দলনেতার যাত্রাপথে ঊনিশ জায়গায় বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বে নির্দেশ ছাড়া এটা হতে পারে না"। প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে, কি করে আঁটোসাটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিরোধী দলনেতার গাড়িতে হামলা হয়?

CRIME PRESS
BENGAL
NATIONAL NGO
HUMAN RIGHTS ACTIVITIES

নাট্যমঞ্চে প্রকরণ-এর "বাক্সবন্দী" সমাজ-প্রতিচ্ছবির তীক্ষ্ণ অবক্ষয়

সঞ্জনা সমাদ্দার, কলকাতা: নাট্যশিল্প শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়—তা সমাজের দর্পণও বটে। এই বার্তা নিয়েই মঞ্চে এল প্রকরণ নাট্য গোষ্ঠী-র নতুন প্রযোজনা "বাক্সবন্দী"। সমাজের নীরব বাক্সে বন্দি মানুষের যন্ত্রণা প্রকাশ পেল এই মঞ্চে।আজকের সমাজে আমরা সবাই কোথাও না কোথাও 'বাক্সবন্দী'—এই নাটক সেই অভিজ্ঞতারই এক রূপক ভাষ্য।" মঞ্চে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা উপহার দিল এই নাটক, যেখানে প্রতিটি চরিত্র যেন জীবনের বাস্তবতা ছুঁয়ে ফেলেছে।নাটকের শুরু থেকেই আবহ এক রহস্যময় থমথমে। মঞ্চে একের পর এক বাক্স—তাদের ভেতর আবদ্ধ মানুষ, যারা চায় মুক্তি, চায় প্রশ্ন তুলতে, অথচ চারপাশের সামাজিক প্রাচীর, সম্পর্কের দায়, পেশার শৃঙ্খল—সব মিলিয়ে এক কঠিন বদ্ধতা। নাটকটি এক অদৃশ্য ব্যাস্ততার ছবি, যা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেরই অংশ।

এই নাটক প্রতীকী ভাষায় সমাজের গঠনগত সমস্যা ও মানুষের মানসিক বন্দিত্ব,বাস্তব ও বিমূর্ততার মেলবন্ধনে গঠিত দৃশ্যবিন্যাস, আলোর ও অন্ধকারের কাব্যিক ব্যবহার,দর্শকের মানসিক অভিজ্ঞতা তৈরির এক নিখুঁত চিত্রনাট্য।নাটকটি শুরু থেকেই দর্শকদের টেনে ধরে। একের পর এক বাক্স আর তার মধ্যে বন্দি মানুষেরা—প্রতিটি বাক্স যেন এক একটি জীবনের কাহিনি। সমাজের চাপে, সম্পর্কের গণ্ডিতে, নিজের ভেতরের দ্বন্দ্বে মানুষ কেমন করে ধীরে ধীরে বন্দি হয়ে পড়ে—তারই প্রতীকী উপস্থাপনা "বাক্সবন্দী" নাট্য পরিচালনায় ছিলেন রাজর্ষি ধাড়া। ইতিমধ্যেই,তাঁর সূক্ষ্ম নির্দেশনা, দৃশ্য বিন্যাস এবং মঞ্চের ব্যবহার দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

এই নাটকে অভিনয় করেন রিতম, মেঘবালিকা, জয়, দেবপ্রিয়া,শ্রীজাত এবং সায়নী। এরই মধ্যে শুভদীপ এবং তানিশা র গানের কলি সংলাপহীন মুহূর্তগুলোতেও ফুটিয়ে তুলেছে গভীর মানসিক বেদনা। "বাক্সবন্দী", শুধুই একটি নাটক নয়—এ যেন জীবনের ভেতরে আটকে পড়া নীরব চিৎকারের রূপান্তর। মানুষের অবচেতন, তার অতীত, সমাজের বাধ্যতামূলক দায়বদ্ধতা, সব মিলিয়ে এক দমবন্ধ ভাব তৈরি করে নাটকটি। চরিত্রগুলো যেন আমরা নিজেরাই। কেউ পুরনো সম্পর্কের আবরণে বেঁধে আছে, কেউ সমাজের "কী বলবে"তে ভয় পায়, আবার কেউ নিজের স্বপ্নকেই মনে করে ভুল।প্রতিটি দৃশ্য যেন মননে আঁচড় কাটে।শেষ দৃশ্যে বাক্সে বন্দী চরিত্রটি যখন নিজেই বাক্সের দেওয়ালে ধাক্কা মারে, তখন যেন দর্শক বুঝতে পারে—এই বাক্সটা বাইরের নয়, নিজের মনের ভিতরের। একইসাথে,দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ছিল আবেগঘন। এই নাটক সেই নিঃশব্দ আবেগেরই প্রতিচ্ছবি।

নানুরের মোহনপুর সংলগ্ন স্থানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাঠের মধ্যে উল্টে গেল ২২চাকা লড়ি

শুভদীপ গুঁই; নানুর : বোলপুর-নানুর রাস্তায় নানুরের মোহনপুর গ্রাম সংলগ্ন স্থানে আজ অর্থাৎ রবিবার সাত সকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল ২২চাকার একটি লড়ি। ঘটনা কে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বোলপুর থেকে নানুরের দিকে আসছিল ওই গাড়ি টি ঠিক সেই সময় নানুরের মোহনপুর গ্রাম সংলগ্ন স্থানে একটি পোলট্রি ফার্ম এর কাছে মাঝ রাস্তায় একটি বড়ো গর্ত দেখতে পেয়ে ওই লড়ি চালক তাঁর সামনে দিক থেকে আসা একটি গাড়ি কে সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি ধান জমির মধ্যে ২২চাকা ওই লড়ি টি উল্টে যায়।

যদিও ঘটনার সময় রাস্তার ধারে কাছে কেউ না থাকায় বড়োসড়ো দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। পরে ঘটনার খবর ঘটনাস্থলে নানুর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘাটাল, হুগলির আরামবাগে বন্যা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

➢ ১ম পাতার পর

ভূঁইয়া, ঘাটালের জেলাশাসক খোরশেদ আলি কাদেরি, পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার এছাড়াও তৃণমূলের নেতা নেত্রী ও কর্মীরা। ঘাটালে বন্যা দুর্গত মানুষের হাতে ত্রাণ তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, "ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কেন্দ্র কিছু করেনি। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের তরফে এই মাস্টারপ্ল্যান এর জন্য ১হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে"। ইতিমধ্যে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এদিন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আক্ষেপের সুরে বলেন, "অসম বন্যার টাকা পায়। বাংলা তো বঞ্চিত, বাংলা হচ্ছে সৎ সন্তান। বাংলা সঙ্গে সব সময় বিমাতৃসুলভ আচরণ"। বার বার ঘাটালের বন্যা পরিথিতি নিয়ে ডিভিসি এবং বিজেপি শাসিত কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে এদিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন, "এবার অ্যাকশন হবে"।

প্রয়াত ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন প্রয়াত। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। ঝাড়খণ্ডের মুক্তি মোর্চার অর্থাৎ জেএমএম প্রধান শিবু সোরেন গত এক মাস যাবৎ দিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতলে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ৪ ঠা অক্টোবর সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর আসে। পুত্র ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে বাবার মৃত্যুর সংবাদ নিশ্চিত করেছেন। সমাজমাধ্যমে পুত্র হেমন্ত সোরেন লেখেন, "শ্রদ্ধেয় দিসম গুরুজি আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আজ আমি শূন্য হয়ে গেলাম।" ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সংসদ প্রয়াত শিবু সোরেন শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবং শিবু সোরেনের পরিবারের সাথে দেখা করে সমবেদনা জানায় প্রধানমন্ত্রী। শিবু সোরেন এর মৃত্যু তে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, শিবু সোরেন তৃণমূল স্তরে নেতা ছিলেন। জনগণের প্রতি তার নিষ্ঠা ছিল অটল। জনজীবনে নানাস্তরে উঠে এসেছিলেন তিনি। বিশেষত উপজাতি সম্প্রদায়, দরিদ্র ও নিপীড়িতদের ক্ষমতায়নের পক্ষে ছিলেন। তার মৃত্যুতে আমি শোকাহত। উনার পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান: কী সুবিধা মিলবে? কারা পাবেন? প্রধান লক্ষ্য কী?

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যে চালু হয়েছিল 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি। সেখানে রাজ্যের মানুষ গিয়ে চটজলদি বিভিন্ন পরিষেবা পেতেন। 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পটিও তেমনই একটি কর্মসূচি।এ বারের প্রকল্পে সমষ্টিগত সম্পৃক্ততা চাইছে সরকার। সরকারের স্ট্র্যাটেজি হলো যাতে অনেক মানুষকে একটি প্রকল্পের মধ্যে জড়িয়ে নেওয়া যায়। আর এর মাধ্যমে তাঁর প্রশাসন যাতে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা মেটাতে তৎপর হয়, তা নিশ্চিত করতে চান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।অনেক সময়ে পাড়ায় ছোট ছোট সমস্যা (জলের কল, ইলেকট্রিক পোল বসানো, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে না, আবর্জনা জমে আছে, খেলার মাঠের বেহাল দশা ইত্যাদি) থেকেই যায়। সকলে মিলে সমস্যা মেটাতে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা তুলে ধরবে।

বলা ভালো, পাড়ার সমস্যাগুলি সমাধানের জন্যেই এই প্রকল্প। এই কর্মসূচির জন্য রাজ্য সরকারের তরফে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়েছে। প্রতি বুথকে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। মোট খরচ ৮,০০০ কোটিরও বেশি টাকা খরচ হবে এই প্রকল্পে। এই কর্মসূচি ২রা আগস্ট থেকে শুরু হয়।প্রতিটি নির্বাচনের আগেই কোনও না কোনও কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কখনও 'দিদিকে বলো', কখনও 'দুয়ারে সরকার', কখনও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। এ বারও আরও বড় পরিসরে বেশি মানুষকে এর আওতায় নিয়ে আসাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'পরিষেবা একেবারে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যাবেন সরকারি আধিকারিকরা। যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ স্তরে কাজ চলছে, সে রকম চলবে।

এ ছাড়াও অনেক ছোটখাটো সমস্যা থাকে, যা এ সব পরিষেবার মধ্যে পড়ে না। আপনার গ্রামের নির্দিষ্ট কোনও কাজ দরকার হলে, যেমন আইসিডিএস সেন্টারের পাঁচিল বা ছাদ অথবা ঘর তৈরি করতে হবে।এরকম আরও অনেক কর্মসূচি রূপায়িত হবে।

ছাত্র হোস্টেলে ফের রহস্যমৃত্যু, খুমুলুঙ-এ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

যশপাল সিং, ত্রিপুরা : রাজ্যের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের রহস্যমৃত্যুর উদ্বেগজনক ধারা অব্যাহত। এবার টিটিএএডিসি (TTAADC) সদর দপ্তর খুমুলুঙ-এর 'ইয়াখিলি একাডেমি' নামে এক বেসরকারি স্কুলের হোস্টেল থেকে থমাস কলোই (১৮) নামে দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। এই ঘটনায় সমগ্র এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছে মৃতের পরিবার। সূত্র অনুযায়ী, খুমুলুঙ স্থিত 'ইয়াখিলি একাডেমি' রাজ্যের একটি পরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে আসে। গতকাল সন্ধ্যায় এই স্কুলের ছাত্রাবাসের একটি ঘর থেকে থমাস কলোই-এর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। অম্পি থানার অন্তর্গত বৈশ্যমণি পাড়ার বাসিন্দা থমাস বেশ কয়েক বছর ধরে এই স্কুলেই পড়াশোনা করছিল। জানা গেছে, সম্প্রতি সে কিছুটা মানসিক অবসাদে ভুগছিল।

তার সহপাঠীরাই প্রথম দেহটি দেখতে পেয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও হোস্টেল সুপারকে খবর দেয়। এরপর স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে রাধাপুর থানার পুলিশ এবং থমাসের পরিবারকে ঘটনাটি জানানো হয়।

খবর পেয়ে রাধাপুর থানার পুলিশ এবং থমাসের পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ছেলের নিথর দেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন। তাঁরা এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন। রাধাপুর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। আজ ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে জানিয়েছে যে, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে।

ত্রিপুরা ঊনকোটি জেলা কৈলাসহর সোনাপুরে ৩টি হাতির দাঁত উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য!

বিক্রম কর্মকার : ত্রিপুরা ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর খাওড়াবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাপুর গ্রামের ময়ূব আলী নামে এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল তিনটি হাতির দাঁত। এই ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা গ্রামের মানুষজনের মধ্যে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, কৈলাসহরের মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক অন্য একটি গোপন খবরের ভিত্তিতে ওই গ্রামে গেলে সন্দেহভাজন কিছু জিনিস লক্ষ্য করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন বনদপ্তরকে। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে ছুটে যান কৈলাসহর বনদপ্তরের রেঞ্জার অফিসার সহ একদল বনকর্মী। এরপর তারা ময়ূব আলী নামে এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেন তিনটি হাতির দাঁত। এই হাতির দাঁতগুলি অনেক পুরোনো। পাচারের জন্য সম্ভবত এই হাতির দাঁতগুলো এতদিন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। বনদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, এই হাতির দাঁতগুলো কোথায় থেকে আনা হয়েছে তার তদন্ত শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষের সাম্রাজ্যে খোয়াই: আইনের ফাঁকে বাড়ছে নেশার রমরমা, কাঠগড়ায় প্রশাসন

যশপাল সিং, খোয়াই : ত্রিপুরা পুলিশের প্রেস বিজ্ঞপ্তি খুললেই চোখে পড়ে সাফল্যের খতিয়ান— খোয়াইয়ের ঘোষপাড়া থেকে লালছড়া, অফিস টিলা থেকে সুভাষ পার্ক, সর্বত্র চলছে নেশা বিরোধী অভিযান। উদ্ধার হচ্ছে বিদেশি মদ, বাজেয়াপ্ত হচ্ছে হাজার হাজার টাকার ব্রাউন সুগার, গাঁজা আর ইয়াবা ট্যাবলেট। খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে ধৃতদের ছবি, বাড়ছে পুলিশের খাতায় সাফল্যের পরিসংখ্যান। কিন্তু এই পরিসংখ্যানের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অন্য, করুণ সত্য। লুকিয়ে আছে এক মায়ের চোখের জল, এক বাবার ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন আর নেশার ঘোরে ডুবে থাকা কোনো যুবকের শূন্য চাহনি। খোয়াইয়ের প্রতিটি সফল অভিযানের পরেও শহরের অন্ধকার গলিগুলোতে কান পাতলেই শোনা যায় এক চাপা আর্তনাদ। এই আর্তনাদ সেই সব পরিবারের, যাদের ঘরের ছেলে বা মেয়েটি আজ নেশার অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে।

আইনের এক অদ্ভুত ফাঁক যেন এই নেশা-সাম্রাজ্যের রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইন অনুযায়ী, নির্দিষ্ট পরিমাণের (সাড়ে পাঁচ গ্রাম) কম ড্রাগস সহ ধরা পড়লে জামিন পাওয়া সহজ। আর এই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছে মূল কারবারিরা। তারা জানে, পুলিশ ছোটখাটো ডিলারদের ধরলেও, আইনের এই দুর্বলতার কারণে তারা দ্রুত ছাড়া পেয়ে যাবে। তাই মুল কারবারীরা ডিলারদের হাতে অল্প পরিমাণে নেশার সামগ্রী তুলে দেয়। ফলে, পুলিশি অভিযানে চুনোপুঁটিরা ধরা পড়লেও, রাঘববোয়ালরা থেকে যায় পর্দার আড়ালে, সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।

জনসাধারণের অভিযোগ, এই চক্রের কথা পুলিশ জানে না, এমনটা নয়। খোয়াইয়ের অলিগলিতে কান পাতলেই শোনা যায় মূল পাণ্ডাদের নাম, তাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার গল্প।

তবে কেন তারা আজও অধরা? পুলিশের এই তথাকথিত সাফল্য কি তবে নিছকই 'আই-ওয়াশ'? কোন অদৃশ্য হাতের ইশারায় এই মাফিয়ারা বুক ফুলিয়ে তাদের বিষের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে? এই প্রশ্নগুলোই আজ খোয়াইয়ের বাতাসকে ভারী করে তুলেছে।

প্রতিটি সফল অভিযানের পর আমরা যখন হাততালি দিই, তখন হয়তো ভুলে যাই—এই নেশার ছোবল ধর্ম, বর্ণ, রাজনীতি বা আর্থিক অবস্থা দেখে না। আজ যা অন্যের ঘরের কান্না, কাল তা আমার বা আপনার ঘরের হাহাকারে পরিণত হতে পারে। যে তরুণ হয়তো রাজ্যের ভবিষ্যৎ গড়তে পারত, সে আজ এক অন্ধকার কুঠুরিতে নিজের ভবিষ্যৎকে পুড়িয়ে ছাই করছে।

পরিসংখ্যান দিয়ে হয়তো সাময়িক আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে সমাজের ক্ষত সারে না। খোয়াইকে বাঁচাতে হলে, আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে, শুধুমাত্র ছোটখাটো ডিলারদের ধরে বাহবা কুড়ালে চলবে না। প্রয়োজন সদিচ্ছার, প্রয়োজন এই বিষবৃক্ষের শিকড় উপড়ে ফেলার। নতুবা এই সবুজ উপত্যকা একদিন কান্না আর দীর্ঘশ্বাসে ঢেকে যাবে, যার দায় এড়ানোর সুযোগ হয়তো আর থাকবে না

ইস্তফা দিতেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

➢ ১ম পাতার পর

উঠে আসে মহুয়া মৈত্র প্রসঙ্গ। কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লাগাতার অশোভন আচরণ করলেও, দলের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সেই হতাশাও ইস্তফার বড় কারণ বলে জানিয়েছেন সাংসদ।

গত বছর সংসদে তৃণমূলের মধ্যে মহুয়া বনাম কল্যাণ দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছিল। কল্যাণ দাবি করেছিলেন, মহুয়া তাঁর 'পদকে উপেক্ষা' করছেন। পাল্টা মহুয়া অভিযোগ করেছিলেন, দলের কিছু পুরনো নেতৃত্ব 'নারী সহকর্মীদের প্রতি অসহিষ্ণু'।

তৃণমূল নেতৃত্বের নীরবতা, দলের অন্দরে চাপা গুঞ্জন

তৃণমূল কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত কল্যাণের ইস্তফা নিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া না দিলেও, দলের অন্দরমহলে এই ঘটনায় চরম অস্বস্তি। তৃণমূল সূত্রে এক অংশ মনে করছে, লোকসভা ভোটের আগে কল্যাণের এই মন্তব্য দলকে বড় ধাক্কা দিতে পারে। দলের শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্বের প্রতি আস্থার বিষয় ফের প্রশ্নের মুখে।

এক সিনিয়র তৃণমূল নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, "কল্যাণদা যেভাবে প্রকাশ্যে দলনেত্রীকে প্রশ্ন করছেন, তা আগে কখনও ঘটেনি। এটা দলের কাঠামোর জন্য মারাত্মক।"

বিরোধী রাজনৈতিক দলের একাংশ বলছেন, "দিদির দল দাউদাউ আগুনে পুড়ছে"।

তবে কি লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলে ফাটল'?

"কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ তৃণমূলের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার সংকটকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক নেতৃত্বে অভ্যস্ত তৃণমূল, কিন্তু প্রবীণদের অস্বস্তি এবং তরুণদের উগ্রতা—এই দুই মেরু টানাপোড়েন আগামী দিনে বড় সংকট ডেকে আনতে পারে।"

প্রশ্ন উঠছে, কল্যাণের বিদ্রোহ কি 'ব্যক্তিগত আঘাত' না 'দলীয় বিপর্যয়ের পূর্বাভাস'?

তৃণমূলের সাংগঠনিক ভিত কতটা শক্ত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বারবার। আর এবার প্রশ্ন তুললেন দলের ভেতরেরই এক শক্তিমান কণ্ঠ। আগামী লোকসভা নির্বাচন যত এগোবে, ততই তৃণমূলের এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে, বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটেতে জোড়া স্বর্ণ পদক কালনার সোনার ছেলে ত্রিশানজিতের

বিদ্যুৎ ভৌমিক : সদিচ্ছার সঙ্গে অপরিমেয় পরিশ্রমের দৌলতে ক্রীড়া জগতে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করে উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে অভাবনীয় সাফল্য তুলে আনা সম্ভব, তা আবারও প্রমাণ করে দেখিয়ে বাহবা কুড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা বাঘনাপাড়া স্টেশন রোডের মল্লিক পাড়ার ৮ বছরের তুখোড় ও লড়াকু ছেলে ত্রিশানজিৎ মন্ডল । গত ২৫ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৯ম আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় কাতা ও ফাইট ইভেন্টে অংশ গ্রহণ করে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দুটি বিভাগেই স্বর্ণ পদক ছিনিয়ে নিয়ে দেশের মুকুটে নয়া পালক সংযোজিত করেছে কালনা বাঘনাপাড়ার ত্রিশানজিৎ ।তার এই জয়জয়কার সাফল্যে বেজায়

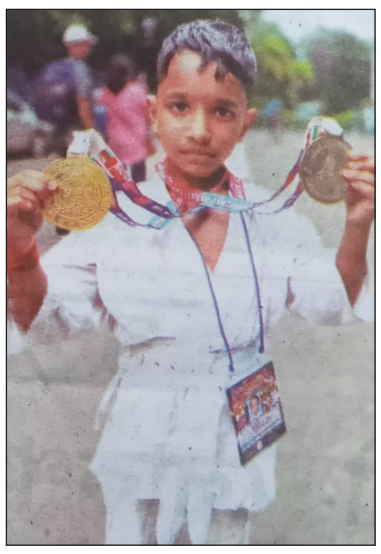

খুশি ত্রিশানজিতের বাবা মা ও পরিজন। এলাকার বাসিন্দাদের মনে খুশির পরশ। একবাক্যে বলা যায় যে, কালনার সোনার ছেলে ত্রিশানজিৎ কালনার মানুষজনকে গর্বিত করেছে ।

ইংল্যান্ডের মাটিতে ওভালে ঐতিহাসিক টেস্ট জয় ভারতের, সিরিজ ২-২ ড্র করে সমতা ফেরালো ভারত

সঞ্জয় কুমার দোলুই, ৪ঠা আগস্ট : ইংল্যান্ডের মাটিতে ওভালে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের মুহূর্ত স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সমগ্র ভারতবর্ষ এই জয়ে উচ্ছ্বসিত এবং মুগ্ধ। টেস্ট ক্রিকেটে জয় যেন বিশ্বজয়ের তৃপ্তিতে ভরিয়ে দিলো। ভারতের অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন। রুদ্ধশ্বাস জয়। ক্রিকেট বিশ্ব মুগ্ধ। ক্রিকেট প্রেমী মানুষের কাছে এই জয় বিশ্বজয়ের সামিল। টানটান উত্তেজনা শেষে ৭ রান ১ উইকেট দরকার এমন সময় ভারতীয় স্পেলের যাদুকর মহম্মদ সিরাজ এর আগুনে বোলিংয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় ভারতের। ৬ রানে জয়ী জয় ছিনিয়ে নিয়ে ভারত ইতিহাস রচনা করলো।

ভারত বনাম ইংল্যান্ড পঞ্চম টেস্টে পঞ্চম দিনে ওভাল স্টেডিয়ামে অবিশ্বাস্য ইনিংস দেখলো বিশ্ববাসী। শেষ দিনে মাত্র ৩৫ রান দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। ভারতে দরকার ছিল ৪ উইকেট। টান টান উত্তেজনা ভারতের হারতে যাওয়া ম্যাচ, ভারতীয় আগুনে বোলিং এর দাপটে জয় ছিনিয়ে আনলো। ৬ রানে জয় টেস্ট ম্যাচ জয় ভারতের। ৩৭৪ রানের লক্ষ্য মাত্র নিয়ে খেলতে নেমে ইংল্যান্ড চতুর্থ দিন এবং পঞ্চম দিনে দুটো দিন সময় পেলেও জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে ও শেষ রক্ষা হলো না জয়ের হাসি হাসলো ভারত। ৩০০ রান তার বেশি তাড়া করতে গিয়ে কম রানের হারের নজির ছিল ইংল্যান্ডের। ১৯২৫ সালে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩৭৫ রান তারা করতে গিয়ে ১১ রানে হারে ইংল্যান্ড আর আজ ৪ই আগস্ট ২০২৫ শে ৬ রানে হারলো ইংরেজিরা ভারতীয়দের কাছে।

ভারত প্রথম ইনিংসে ২২৪ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯৬ রান করে। ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংস ২৪৭ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬৭ রান করে। ৬ রানে জয়ী হয়েছে ভারত। ওভালে দ্বিতীয় ইনিংসে আগুনে বোলিং করেছে মহম্মদ সিরাজ ৩০.১ ওভার বল করে ১০৪ রান দিয়ে ৫ টি উইকেট নিয়েছেন এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণাও ২৭ ওভারে ১২৬ রান দিয়ে ৪ টি উইকেট তুলে নেয়। এই দুই বোলারের দাপটে ঐতিহাসিক জয়। ভারত বনাম ইংল্যান্ড এর অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-২ ড্র করে সিরিজের সমতা ফেরালো ভারত।

যোগাসনে পদক জয়ের স্বপ্ন সফল সাঁকরাইলের অভীপ্সার

বিদ্যুৎ ভৌমিক : হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ব্লকের দক্ষিণ সাঁকরাইল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বড়পীরতলার একরত্তি কিশোরী অভীপ্সা নস্কর ছোট বয়স থেকেই পদক জয়ের স্বপ্নে ছিল বিভোর ।সেই কাঙ্খিত স্বপ্ন আজ বাস্তবে ডানা মেলেছে।সম্প্রতি জগাছায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ হাওড়া জেলা যোগাসন স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে অনূর্ধ্ব ১০ থেকে ১৪ বয়সের মহিলা বিভাগে প্রথম স্হানের অধিকারিণী হয়ে স্বর্ণ পদক জয় করে নিজের স্বপ্নপূরণ সার্থক করেছে।যোগাসনে প্রথম স্থান অধিকার করার সুবাদে অভীপ্সা আগামী দিনে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ ছিনিয়ে নিতে পেরেছে ।এ সংবাদ নিঃসন্দেহে আনন্দের । নিজের স্বর্ণ পদক জয়ে স্বভাবতই খুশি অভীপ্সা ও তার পরিবার ।

সূত্রের খবর, ১১ বছরে পদার্পণ করা অভীপ্সা সাঁকরাইল কুসুমকুমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণীতে পাঠরতা ।তার বাবা অভিজিৎ নস্কর কলকাতার এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে যুক্ত ।মা অর্পিতা নস্কর আদতে গৃহবধূ হলেও একদা ক্রীড়াজগতে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন ।বিগত দিনে তিনি জিমন্যাস্টিক্সে 'রিদমিক ' বিভাগে ন্যাশনাল কম্পিটিশনে অংশ গ্রহণ করে উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন । সে কারণে মেয়ের খেলার ব্যাপারে সদাসর্বদা উৎসাহিত করে চলেছেন । তিনি জানান যে, ছোট থেকেই মেয়ের খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ চোখে পড়ে । তাই আমরা তাকে যোগাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করে দিই।সেই থেকে অদ্যাবধি সে প্রশিক্ষক অসিত দেবনাথের অধীনে যোগাসনে মনোনিবেশ করে আসছে।ইতিপূর্বে সে স্টেট লেভেলের এক কম্পিটিশনে অংশ নিয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেছিল অভীপ্সা।তার প্রশিক্ষক অসিত দেবনাথের কথায় : প্রায় তিন বছর বয়স থেকেই অভীপ্সার যোগাসনে অনুশীলনে হাতেখড়ি ।ওর এই অভাবনীয় সাফল্যে আমি খুবই খুশি ও ওর ক্রীড়া সাফল্যের প্রয়াসকে সর্বান্তঃকরণে সাধুবাদ জানাই ।জেলা যোগাসনে প্রথম স্থানাধিকারিণী অভীপ্সার কথায় : আমার অনেক দিনের স্বপ্ন আজ পূরণ হয়েছে ।এখন

আমি দিনে ছ' ঘন্টা করে যোগাসনে নিজেকে নিয়োজিত রাখি।আগামী দিনে অভীপ্সার লক্ষ্য আরও অনেক পদক জয় করে রাজ্য তথা দেশের সুনাম বজায় রাখা।ক্রীড়ামোদী আমজনতা ভবিষ্যতে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় সাঁকরাইলের সোনার যোগাকন্যার দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে পদক জয়ের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক- কৌশিক দত্ত (মো. ৯০৬৪৪৫২২২৫) তৎকর্তৃক গ্রাম ও ডাকঘর- তারকেশ্বর জয়কৃষ্ণ বাজার, থানা তারকেশ্বর, জেলা-হুগলি (পঃ বঃ), পিন-৭১২৪১০ থেকে প্রকাশিত।
মুদ্রণ সহযোগিতায়- গণচিন্তা অফসেট প্রেস, আনন্দপল্লী ॥ পূর্ব বর্ধমান ॥ সম্পাদক : কৌশিক দত্ত ➢ সহ-সম্পাদক : রিয়া সিংহ রায় ও সঞ্জয় কুমার দোলুই ➢ বার্তা সম্পাদক - সঞ্জনা সমাদ্দার